মৃত্যুমুখী রেলগাড়িতে চড়া

একটি আশার বাণী

মোজেস সি. অনয়ুবিকো

মনে করুন, আপনি একটি রেলগাড়িতে চড়ে চলেছেন, যার গন্তব্য মৃত্যুশিবির (ডেথ ক্যাম্প)। সকল যাত্রী, সেই সঙ্গে আপনিও ধ্বংস হবেন এবং মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

যখন রেলগাড়িটি এর গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছাল হঠাৎ একজন যুবককে রেললাইনের সাম দিকে দেখা গেল। তিনি লাল পতাকা ওড়াচ্ছেন, লক্ষ্য হচ্ছে রেলগাড়িটিকে থামানো। রেলগাড়ির চালক তাড়াতাড়ি কর্কশ শব্দে রেলগাড়িটি থামাতে সক্ষম হলেন। সরকারি কর্মকর্তা দ্রুতবেগে ট্রেন থেকে দৌড়ে ওই লোকের কাছে গেলেন এবং লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ও তার অসাধারণ অদ্ভুত অনু জানতে পারলেন – রেলগাড়ির মধ্যে যারা রয়েছে, তাদের পক্ষে আমি নিজেই নিজের প্রাণ সমপ করব! যুবকটি সাহসের সাথে ঘোষণা করলেন, "আমি এখানে তাদের মৃত্যুকে থামিয়ে দেব"। অত বিস্মিত কর্মকর্তাটি, সচরাচর না শুনতে পাওয়া কথাটি শুনতে পেয়ে দ্রুত যুবকটির বিচার করার নি দিলেন এবং যুবকটি বিচারের সম্মুখীন হলো।

যুবকটি মনের যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে বিচারকের রায়ে সম্মত হলেন যে, সমস্ত হতভাগ যাত্রীর বদলে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তার কোনো দোষ খুঁজে পাওয়া গেল না। সমস্ত প্রতি দলিল-দস্তাবেজ মোতাবেক তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন; এবং তিনি স্বেচ্ছায় সকলের মৃত্যু অথ বিচার তার নিজের উপর নিলেন।

দোষী ব্যক্তিদের পক্ষে তার মহব্বত উদ্‌ঘাটিত হলো

যখন আপনি এবং অন্য সকলে লক্ষ করছেন যে, তিনি নিজেই মৃত্যুকে বেছে আপন প্রাণ সমপ করেছেন। যারা মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছিল তাদের পরিবর্তে তিনি নির্যাতিত ও শারীরিকভা যন্ত্রণা বহন করলেন। আমি আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য সেই দৃশ্যের দিকে নিয়ে যেতে চাই এবং সত্যিকারভাবে সেই যন্ত্রণাকাতর শরীরের বিষয়টি সম্পর্কে একটু ভাবুন। কোন অজানা রহস্য যে, নিজেকে অকপটে মৃত্যুমুখে সমর্পিত হতে দেখছেন!

এর কিছুক্ষণ পর সেই নির্দোষ যুবকটিকে মৃত্যুশিবিরে পেরেক দিয়ে গাছে টাঙানো হলো, ম দুঃসহ যন্ত্রণায় তীব্রভাবে চিৎকার করে সাহায্য করার জন্য বলল, কিন্তু কেউ তার কোনো সাহা এগিয়ে এল না।

অবশেষে এর ফলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেন? যারা রেলগাড়ির মধ্যে রয়ে যন তারা জীবন পায় এবং বেঁচে থাকে। যুবকের স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য বিচারক রলগাড়ির মধ্যে যারা রয়েছে, তাদের সকলকে নিরপরাধ বলে বিচারের রায় ঘোষণা করলেন।

বাস্তবতা

এটি শুধুমাত্র একটি গল্পই নয়; এটি একটি উপমা বা দৃষ্টান্ত। পাক-কিতাব স্পষ্টভাবে বর্ণনা দেয়:

কেননা সবাই গুনাহ্ করেছেন এবং আলাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে (রোমীয় ৩:২৩)

কেননা গুনাহ্‌র বেতন মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)।

এটি বেহেস্তের সর্বোচ্চ আদালতের রায়, অর্থ হলো সকলেই গুনাহ্‌র জন্য দোষী এবং সকলকে অবশ্যই দোজখে যেতে হবে,চিরদিনের জন্য আলাহ্‌র কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। প্রত্যেককে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই আলাহ্‌র বিচারের অধীনে – মৃত্যুমুখী রেলগাড়িতে অনন্তকালীন ধ্বংসের পথে যাত্রা করতে হবে।

মানুষের প্রচেষ্টা

পাক-কালাম মানুষকে আলাহ্‌র সামনে আসার জন্য নিজের বিচার করার ক্ষেত্রে বিপরীত যুক্তি খণ্ডনের ব্যবস্থা করেছেন। কেউ একজন বলতেই পারে, "বেশ ভালো, আমি ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি।" পাক-কিতাব বলে:

ভালো কাজ করে এমন কেউ নাই, একজনও নাই (রোমীয় ৩:১২)।

কি ত্যাগ করলে, কি করলে এই সকল লোকেরা রক্ষা পেতে পারে? আবার আর একজন যুক্তি দেখাতে পারে,"আমি আলাহ্‌র শরীয়ত পালন করার জন্য চেষ্টা করছি"। আবার পাক-কিতাবে এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে :

যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটি বিষয়ে গুনাহ্ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে (ইয়াকুব ২:১০)।

প্রশ্ন হলো: একজনকে আলাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য আলাহ্‌র কতগুলো শরীয়ত পালন করতে হবে? প্রত্যেকটি শরীয়ত অবশ্যই! একটি গুনাহ্‌র অর্থ হলো তিনি সব কয়টি শরীয়ত ভেঙ্গেছেন এবং অযোগ্য হয়েছেন (ইয়াকুব ২:১০)। সব কয়টি শরীয়ত পরিপূর্ণভাবে কে পালন করতে পারে? কে সারাটা দিন অথবা সারাটা সপ্তাহ অথবা সারাটা বৎসর আলাহ্‌র সকল শরীয়ত মান্য করে থাকতে পারে ? সত্যটি হচ্ছে যে,

ধার্মিক কেউ নাই, একজনও নাই (রোমীয় ৩:১০)।

আবার একজন যুক্তি দেখাতে পারে যে, সে ধার্মিক হিসাবে জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করছে। আবারও এই বিষয়ে আলাহ্‌র কিতাব বলে :

আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎকাজ নোংরা কাপড়ের মত (ইশাইয়া ৬৪ঃ৬)।

অবশ্যই এটি সকলের জন্য ভালো সংবাদ নয়। মানুষের সকল সৎ কর্মের মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভ আলাহ্‌র নিকটে গ্রহণযোগ্য হলো না। আমরা কি কিছু ত্যাগ করতে পারি ?

কিছুই না!

আলাহ্‌র এই যুক্তি প্রদর্শনের অর্থ কি এই যে, কোনো লোকই বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না? কোনোভাবেই কেউ কি পারবে না? এর অর্থ হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা কেবলই অসার বা নিরর্থক মাত্র। একটিমাত্র প্রত্যাশা, কেবল একটিমাত্র সমাধান – আলাহ্‌র রহমত।

মানবজাতির অবস্থা তাঁর সাহায্যের বাইরে

মাবুদ আলাহ্ স্রষ্টা হিসেবে তিনি পবিত্র। তিনি সম্পূর্ণভাবে ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক আলাহ্। তাঁর পবিত্রতায়, তিনি গুনাহ্ বা গুনাহ্‌গারদের সাথে থাকতে পারেন না (১ ইউহোন্না ১:৫)। ন্যায়বিচারক আলাহ্ হিসেবে তিনি তা পারেন না এবং করবেন না যে, গুনাহ বিনা শাস্তিতে মাফ হোক। কোনো অবস্থাতেই একজন গুনাহ্‌গার ব্যক্তি একজন ধার্মিক, নিখুঁত আলাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে না। মানুষের কর্মের ফলে এটি করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব বটে,
কিন্তু আলাহ্‌র পক্ষে সবই সম্ভব (মথি ১৯:২৬)।

তাই, মানুষের সকল পরিশ্রম আলাহ্‌র পবিত্রতার কাছে নিজেদেরকে পরিমাপ করতে পারে না এবং পরিমাপ হবেও না। কেউ চিন্তা করতে পারে যে, তিনি ভালো কিন্তু আলাহ্‌র কালামে "ভালো কাজ করে এমন কেউ নাই" (রোমীয় ৩:১২)। অন্য আরেকজন চিন্তা করতে পারেন তিনি ভালো-ভাবে জীবন-যাপন করছেন। আলাহ্‌র জবাব,"ধার্মিক কেউ নাই" (রোমীয় ৩:১০)। আবার আরেকজন চিন্তা করতে পারেন আলাহ্‌র শরীয়ত পালনের মাধ্যমে তিনি ধার্মিক হচ্ছেন। আলাহ্‌র জবাব:

শরীয়ত পালনের জন্য আলাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গণ্য করেন না (গালাতীয় ২:১৬)।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ গুনাহ্‌র ফলে আলাহ্‌র বেহেস্তী বিচার থেকে পালিয়ে রক্ষা পেতে পারে না এবং সমস্ত দায়ভার তার ওপর পড়েছে (রোমীয় ৩:২৩)। তাঁর ন্যায়বিচার থেকে পালাবার কোনো পথ নাই। সকলকেই বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, দোজখে যাবার শাস্তি পাচ্ছে। নিজে-নিজে যতই কঠিন পরিশ্রম করুক না কেন –কোনো ব্যাপার নয়, এই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস থেকে পালাবার কোনো পথ নাই। এর অর্থ কি এই যে, আমরা নিরাশ হয়ে আলাহ্‌র ন্যায়বিচার হতে রক্ষা পেতে অসমর্থ? অবশ্যই নয়। সকলকে মুক্ত করার জন্য আলাহ্‌র একটি পরিকল্পনা রয়েছে। তা রহমতের পরিকল্পনা। এই রহমতের পরিকল্পনা অনুসরণ করুন অথবা এটি প্রত্যাখ্যান করুন এবং আলাহ্‌র অনন্ত দণ্ডের মুখোমুখি হোন (ইউহোন্না ৩:৩৬)।

সুসংবাদ

যখন মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় আলাহ্‌র ন্যায়বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল,কেউ একজন তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এল। এই লোকটি হলেন ঈসা মসীহ্,ইবনুলাহ্।

তিনি নিজে আপন প্রাণ সমর্পণ করলেন। তিনি বেগুনাহ্ ছিলেন তাই মানুষের গুনাহ্ তিনি নিজে বহন করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এই অনুপম মহাপ্রাণ মানুষ ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে তরিকাবন্দী দাতা ইয়াহিয়া বলেছেন:

> ঐ দেখুন আলাহ্‌র মেষশাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন (ইউহোন্না ১:২৯)।

তিনি আমাদের গুনাহ্‌র শাস্তি নিজে তুলে নিলেন। এই বিষয়ে হযরত পিতর বলেছেন :

> তিনি (ঈসা মসীহ্) ক্রুশের উপর নিজের দেহে আমাদের গুনাহের বোঝা বইলেন (১ পিতর ২:২৪)।

হযরত পৌল ঘোষণা করেছেন :

> কিন্তু আলাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন (রোমীয় ৫:৮)।

একবারই সকলের জন্য গুনাহ্‌র শাস্তি বহন করলেন (ইব্রাণী ৯:১২)।

এই সুসংবাদটি কীভাবে ভালো সংবাদ হতে পারে ?

মৃত্যুর শাস্তির মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। পাক আলাহ্ এবং নাপাক মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে। গুনাহ্ মানুষ ও আলাহ্‌র মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল (ইশাইয়া ৫৯:২)। ঈসা মসীহ্ আমাদের সকলের পক্ষে ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়েছিলেন। শরীয়ত পালন করতে অক্ষম হওয়ায় মানুষের উপর যে বদদোয়া পড়েছিল আমাদের জন্য ঈসার মৃত্যুর সেই বদদোয়া আমাদের উপর ছিল, মসীহ্ সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করলেন, তাই পাক-কিতাবে লেখা রয়েছে :

> যাকে গাছে টাঙ্গানো হয় সেই বদদোয়াপ্রাপ্ত (গালাতীয় ৩:১৩)।

একমাত্র ঈসা মসীহ্ একজনই যিনি সকল মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন ও আলাহ্‌র সাথে শান্তি রক্ষা করলেন (১ তীমথিয় ২:৫)। সমস্যা ছিল প্রচুর এবং তা সমাধানযোগ্য ছিল না। মানুষ ও আলাহ্‌র মধ্যে বিচ্ছেদের দেয়াল তৈরি হয়েছিল, মানুষ আলাহ্‌র শরীয়ত পালনে ব্যর্থ হলেন এবং মানুষের পরিশ্রম যা পারে নাই, সেই সকল কিছুই ঈসা মসীহ্ ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সমাধান করলেন।

> আর আমাদের বিরুদ্ধে যে দলিল ছিল তার সমস্ত দাবি-দাওয়া সুদ্ধ তা বাতিল করে দিয়েছেন। সেই দলিল তিনি ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে নাকচ করে ফেলছেন। (কলসীয় ২:১৪)।

> তিনিই (ঈসা মসীহ্) আমাদের শান্তি। তিনি উভয়কে এক করেছেন, তিনি তাঁর ক্রুশের উপর হত্যা করা শরীরের মধ্য দিয়ে সমস্ত হুকুম ও নিয়ম সুদ্ধ মূসার শরীয়তের শক্তিকে বাতিল করেছেন। এভাবেই যে শত্রুতার ভাব এই দুইয়ের মধ্যে দেয়ালের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা তিনি ভেঙ্গে ফেলেছেন (ইফিষীয় ২:১৪-১৫)।

স্মরণীয় প্রস্থান

পূর্বের উপমাটির প্রতি আবার খেয়াল করুন, রেলগাড়িটি মৃত্যুশিবিরের দিকে ছুটে চলেছে। সেই নির্দোষ যুবকের স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পর, বিচারক একটি শর্ত আরোপ করেছিল যে,যারা রেলগাড়ি হতে বাইরে যেতে চায়, তাদেরকে একটিমাত্র নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে বাইরে যেতে হবে। তাদের পরিবর্তে যে লোকটি নিজের প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন তার মৃত্যুর সম্মানার্থে এই প্রস্থান হবে। কী স্মরণীয় প্রস্থান!

দৃষ্টান্তটিতে, আলাহ্ বেহেস্তের আদালত হতে একটি ফরমায়েশ জারি করলেন। বিচারে একটিমাত্র রায় তাঁর কাছে ন্যায্যত গ্রহণযোগ্য হলো, শুধুমাত্র **একটিমাত্র** পথে প্রবেশ করতে হবে। এই প্রবেশের ব্যাপারে আর কোনো আপোস নাই। আলাহ্‌র হুকুম নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে। যাত্রীদের একটিমাত্র পথ দিয়ে যেতে হবে। যে কেউই বেহেস্তে যেতে ইচ্ছে প্রকাশ করে তাকে অবশ্যই আলাহ্‌র নির্ধারিত প্রবেশ পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

বেহেস্তে প্রবেশ করা

আলাহ্‌র হুকুম সম্বন্ধে ঈসা মসীহ্ নিজে বলেছেন :
আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া
না আসলে কেউ পিতার (বেহেস্তে) নিকটে আইসে না" (ইউহোন্না ১৪:৬)।

লূক এই বিষয়ে আরো যোগ করেছেন:

"নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি" (প্রেরিত ৪:১২)।

জোর দিয়ে এটি প্রকাশ করার অর্থ হলো, ঈসা মসীহ্ হতে দূরে থেকে কোনো মানুষই রক্ষা পেতে পারে না বা এমনকি বেহেস্তে যেতে পারে না। নিশ্চিতভাবে সেই দাবি ঈসা মসীহ্ করতে পারেন। কোনো সংক্ষিপ্ত সহজ রাস্তা নাই। আলাহ্ যা বলেছেন, মসীহ্ তার অর্থ করেছেন। দরজা খুঁজে বের করো, এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করো অথবা বেহেস্তের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে।

কীভাবে নাজাত পেতে হবে?

শুধুমাত্র বেহেস্তে প্রবেশ করার একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হলো ঈসার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা, তিনি বলেন:

"আমিই দ্বার, আমা দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, সে নাজাত পাবে" (ইউহোন্না ১০:৯)।

যে দরজা দেখা যায় না তা দিয়ে কীভাবে একজন প্রবেশ করতে পারে? যখন ঈসা মসীহ্ দরজা; শুধুমাত্র একটি পথে একজন প্রবেশ করতে পারে। এটি হলো শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌র উপর একমাত্র ঈমান আনা।

একটি দরজা, একটি প্রবেশ পথ, একমাত্র ঈসা মসীহ্‌তে শুধুমাত্র ঈমান আনা। কী পরিমাণ ঈমান আনা? খুবই সামান্য "সরিষা দানার মত ক্ষুদ্র" (মথি ১৭:২০)।

ঈমানের দৃষ্টান্ত: তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাবে, বণি-ইস্রায়েল সন্তানগণ আলাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল। আলাহ্‌ তাঁর ন্যায় বিচারে লোকদের কাছে এক রকম বিষাক্ত সাপ পাঠালেন (শুমারী ২১:৬)। বিষাক্ত সাপ অনেককে দংশন করল এবং অনেকেই মারা গেল। যাতনাগ্রস্ত ইস্রায়েলীয়রা আলাহ্‌র কাছে তাদের গুনাহ্‌ স্বীকার করল। তিনি পারতেন বণি-ইস্রায়েলীয়দের বিষাক্ত সাপ দিয়ে সমূলে বিনষ্ট করতে কিন্তু তিনি তা করেন নাই। এর পরিবর্তে আলাহ্‌ কী করেছিলেন? তাঁর তুলনাহীন রহমতের গুণে তিনি হযরত মূসাকে বললেন:

> "তুমি একটি সাপ তৈরী করে একটি খুঁটির উপর রাখ; যাকে সাপে কামড়াবে সে এটার দিকে তাকালে বেঁচে যাবে" (শুমারী ২১:৮)।

সুতরাং, হযরত মূসা আলাহ্‌র হুকুমমতো তা করলেন। লক্ষ করুন, মূসা আলাহ্‌র হুকুম বিশ্বস্তভাবে পালন করলেন। মূসার মাধ্যমে বনি-ইস্রায়েলীয়রা আলাহ্‌র দিকে ফিরে এল এবং তাঁর হুকুম মান্য করল। তাদের বাছাই করার দায়িত্ব দেয়া হলো: আলাহ্‌ যে হুকুম দিয়েছেন তা সহজভাবে পালন করো অথবা মারা যাও।

প্রকৃতপক্ষে, যাদেরকে সাপে কামড় দিয়েছিল, তারা আলাহ্‌র রহমতের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেন নাই অথবা তাঁর বিচক্ষণতা অথবা আলাহ্‌র সহজ হুকুম পালনের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন নাই, কিন্তু শুধুমাত্র মূসার তৈরি সাপের দিকে তাকিয়েছে এবং তাতে জীবন পেয়েছে (শুমারী ২১:৯)। কেমন অবিশ্বাস্য বিষয়, কেমন ভয়ানক, আলাহ্‌র রহমত সকল ইস্রায়েলীয়দের জন্য কত সহজ ছিল, যেন যুবক এবং বৃদ্ধ উভয়েই সহজেই সাপের দিকে তাকাতে পারে এবং প্রাণে বাঁচতে পারে।

তাঁহার রহমতপূর্ণ হুকুম পালন করতে কোনো অতিরিক্ত কাজ করার নির্দেশনা নাই। আলাহ্‌র ওয়াদা করার প্রয়োজন নাই, কোনো অঙ্গিকার নাই, জামাতগতভাবে নিজেদের উৎসর্গ করার প্রয়োজন নাই অথবা রুহানি উদ্দীপনার প্রয়োজন নাই, কোন তরিকাবন্দী, দশমাংশ প্রদানের প্রয়োজন নাই। মহব্বতপূর্ণ আলাহ্‌র বেহেস্তে আদালত হতে কী অসীম রহমতপূর্ণ সমাধান! সেই একই আলাহ্‌ যিনি কয়েক হাজার বছর পূর্বে হযরত মূসাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন, তিনিই মানুষকে তার অসহায় অবস্থার পরিপেক্ষিতে আর একটি সহজ সমাধান জারি করেছিলেন।

ইব্‌নুলাহকে উচ্চীকৃত করা হলো

> মুসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সর্পকে উপরে উঠিয়ে ছিলেন, সেইরূপে ইবনে আদমকেও উচ্চীকৃত হতে হবে, যেন যে কেউ তাঁতে ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন পায়" (ইউহোন্না ৩:১৪-১৫)।

ঈসাকে যখন ক্রুশে দেয়া হয়েছিল তখনই তাঁকে উচ্চীকৃত করা হলো। যেভাবে হযরত মূসার তৈরি সাপকে উচ্চীকৃত করা হয়েছিল ইস্রায়েলীয়দের তাকানোর জন্য, তেমন আপনি ক্রুশের দিকে তাকাতে পারেন এবং শুধুমাত্র ঈসার উপর ঈমান আনার ফলে আপনি সেই নিশ্চয়তা পেতে পারেন, যা একমাত্র

াহ্ নিজে দিয়েছেন, যে আপনি অনন্ত জীবন পাবেন।

মরুভূমিতে, তারা সাপের দিকে তাকিয়েছিল। তাকাতে কী যোগ্যতার প্রয়োজন? এমন কিছুই ক্রুশের দিকে তাকানো,তা শুধুমাত্র সহজভাবে ঈমান আনা। আবার, ঈমান আনার জন্য কি কোনো তার প্রয়োজন রয়েছে ? না। যোগ্যতা শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনা। মরুভূমিতে কীভাবে াহ্ সহজে তাদের রক্ষা করেছিলেন; এখন কি সহজ উপায়ে নাজাতের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ? াহ্ সহজভাবে সবকিছুই করেন, অন্যদিকে ইবলিশ ও তার দোসররা আলাহ্‌র মহা রহমতে দত্ত নাজাতকে জটিল করে তোলে। নাজাত পাওয়া একটি সহজ বিষয়। এটি সহজ বিষয়, যেমন : "তাঁর উপর ঈমান আন", নয় "ঈমান ও তরিকাবন্দী", নয় " ঈমান ও জামাতে যোগদান", নয় "ঈমান ও ঈমান ধরে রাখা, নয় "ঈমান ও তওবা এবং পুনরায় ঈমান আনা", নয় "ঈমান ও ঈসা মসীহকে প্রভু । তিনি ইতোমধ্যেই প্রভু আছেন। ঈমান আনার সাথে কোনো অঙ্গীকারকে যোগ করার য়াজন নাই। আলাহ্‌র নির্দেশনা, নাজাত পাওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

> যে কেহ (আপনি সহ) পুত্রের উপর ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য করে সে জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু আলাহ্‌র গজব তার উপর অবস্থিতি করে। (ইউহোন্না ৩:৩৬)।

> "কারণ আলাহ্ দুনিয়াকে এমন মহব্বত করলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন, যে কেউ তাঁহাতে ঈমান আনে (ঈমান আনার জন্য হুকুম), সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (ইউহোন্না ৩:১৬)।

> কিন্তু এই সকল লেখা হয়েছে, যেন তোমরা ঈমান আন যে, ঈসা মসীহ্ ইবনুলাহ্, আর ঈমান আন যেন তাঁর নামে জীবন প্রাপ্ত হও (ইউহোন্না ২০:৩১)।

াহর বিশ্বস্ততা

> আলাহ্‌র পক্ষে কি মিথ্যা বলা সম্ভব ? নিশ্চয়ই না।

> আলাহ্ মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন (শুমারী ২৩:১৯)।

যদি আলাহ্ বলেন, "যে পুত্রে ঈমান আনে সে অনন্ত জীবন পায়" (এবং তিনি তার ব্যবস্থা করলেন: হান্না ৩:৩৬), তিনি এটাই বুঝিয়েছেন। যদি তিনি বলেন, "যে কেউ তাঁহাতে (ঈসা মসীহ্) ঈমান সে বিনষ্ট হবে না" (এবং তিনি তা করলেন : ইউহোন্না ৩:১৬), তিনি বোঝালেন যে ব্যক্তি ঈসা মসীহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে দোজখে যাবে না। এটি সহজ বিষয়। অপরদিকে, যদি আলাহ্ বলেন, কহ ঈসা মসীহ্ হতে ঈমান আনে এবং তাঁর প্রভু বলে ও তরিকাবন্দী গ্রহণ করে এবং তাঁর উপর ভাবে ভরসা রাখার অঙ্গীকার করে, সে কখনও বিনষ্ট হবে না", আপনি যদি অনন্ত জীবনের আশা র থাকেন, তবে আপনাকে ওই সকল বিষয়গুলো ভালোভাবে পালন করতে হবে। কী একটি যন্ত্রণার লাঘব কারণ তিনি কখনও এ ধরনের কথা বলেন নাই ! তার কালাম হতে পরিষ্কারভাবে একটি বিষয় পাই!

> "আপনি হযরত ঈসার (মসীহ্) উপর ঈমান আনুন, তাতে নাজাত পাবেন" (প্রেরিত ১৬:৩১)। লা আলাহ্‌র রহমতকে কার্যে পরিণত করা।

আপনার মহান সিদ্ধান্ত

এখন হতে আপনি আপনার জীবনের মহান সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারেন, যা আপনার জীবে সবকিছু চিরদিনের জন্য পরিবর্তন করে দেবে। কেমন করে ? শুধুমাত্র সহজভাবে, বেহেস্তী পিতা আলাহ্‌র কাছে শোনা যায় এমনভাবে অথবা চুপিচুপিভাবে যে, এখন হতে আপনি তাঁর পুত্র যাঁকে ক্র উচ্চীকৃত করা হয়েছে এবং আপনার বদলে মৃত্যুবরণ করলেন তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। এই মুহূ ব্যক্তিগতভাবে আপনি সম্পূর্ণভাবে মসীহ্‌র উপর ভরসা করুন এবং একমাত্র তাঁর উপরেই, আপনি আলাহ্‌র কালাম মান্য করলেন। এখন হতে অলৌকিকভাবে নাজাতের প্রক্রিয়া শুরু হলো। আপনার জীবনের জন্য আহা, কি একটি সুন্দর মুহূর্ত ! আলাহ্‌র রহমতের গুণে চিরদিনের জন্য জীবন অলৌকিকভাবে পরিবর্তিত হবে।

আলাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ (ইফিষীয় ২:৮)।

এই অলৌকিক ঘটনাটি কী ? আলাহ্‌ আপনার দুর্বল ঈমান ও নষ্ট হওয়া ধার্মিকতার পরিবর্তে তিনি তাঁর নিজের ধার্মিকতা দান করলেন (রোমীয় ৩:২২), যার মাধ্যমে আপনি ধার্মিক গণিত হলেন। অন্যান জিনিসের মধ্যে, তিনি আপনাকে তাঁর অনন্ত জীবন দান করলেন (ইউহোন্না ৩:৩৬)। এই মুহূর্ত হে আপনি আলাহ্‌র ধার্মিকতা লাভ করলেন। আপনার জীবনের তিনি রয়েছেন। এই সকল রহমত আপনাকে আলাহ্‌ প্রথমবারের মতো আপনার জীবনে দান করলেন যাতে বেহেস্তে চিরদিন আলাহ্‌র সঙ্গে বাস করতে পারেন।

এই সকল রহমতের একটি পেতে আপনি কী করেছিলেন? কিছুই না ! অতএব, কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা ছাড়াই আপনি বলতে পারেন এটি আপনি কোনো কিছু করার বিনিময়ে অর্জন করেন নাই, যে সকল কর্মের মাধ্যমে নাজাত পেতে পারেন। তার পরিবর্তে, আলাহ্‌র রহমতের কারণে নাজাত পেয়েছেন। সকলের জন্য আলাহ্‌র অসীম এই দয়া, আলাহ্‌ যা করেছেন তার চেয়ে ভালো আপনি কিছুই কখনো করতে পারেন না। আলাহ্‌র কাজ চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় (রোমীয় ১১:২৯)।

এটাই হলো সুসংবাদ। এ সুযোগ এসেছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আপনার। নাজাত পাওয়া হলো – ঈসা মসীহতে ঈমান আনা এবং তা একমাত্র ঈসা মসীহতেই পাওয়া যায়। রক্ষা পাওয়ার জন্য আলাহ্‌র একমাত্র সমাধান এটি। তাঁর রহমতের দান গ্রহণ করুন এবং পরিবর্তিত হন অথবা তাঁর রহমতের দান প্রত্যাখ্যান করুন এবং অনন্ত জীবন ধরে দোজখের শাস্তির মুখোমুখি হন। আলাহ্‌র হুকুম অপরিবর্তনীয়:

যে কেউ পুত্রের উপর ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য ক
সে জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু আলাহ্‌র গজব তার উপর অবস্থিতি করে (ইউহোন্না ৩:৩৬)।

সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র আপনার একারই, অতএব, আমরা আপনাকে এই মোনাজাতে শরিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

বেহেস্তী পিতা, আমরা তোমার রহমত প্রদানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই; তোমার পুত্র যিনি ক্রুশে নিজে মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা ধন্যবাদ দেই যে তুমি নাজাতের ব্যবস্থা খুবই সহজ করেছ এবং সকলেই তা পাইতে পারে। আমরা তাদের জন্য মোনাজাত করি, যারা ঈসা মসীহের এই সুসংবাদটি পাঠ করেছে এবং এখনো তাদের জীবনে মহান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নাই। আমরা মোনাজাত করি, তারা যেন সঠিকভাবে বুঝতে পারে এই অনন্তকালীন নাজাত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার আসল অর্থ কী? হে পিতঃ, যারা এই সুসংবাদ পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা মসীহর উপর ঈমান আনেন নাই, তাদেরকে দয়া করে আহ্বান জানান, যেন এই সুসংবাদের উপর গভীর ধ্যান করতে পারেন। ঈসা মসীহর নামে, আমিন।

যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য

আলাহ্ চান, যেন আপনি রহমতে বৃদ্ধি পেতে পারেন (২ পিতর ৩:১৮)। তাঁর ইচ্ছা যেন আপনি তাঁর কালাম শিক্ষার জন্য সব সময় পিপাসিত থাকেন (১ পিতর ২:২)। যদি আপনি পুস্তিকা ও অন্যান্য মৌলিক বইগুলো বিনামূল্যে পেতে চান, যা আপনাকে রুহানিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে। আমাদের প্রকাশিত বইগুলো দেখুন।

মোনাজাতের অনুরোধ (শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য)

তোমরা মোনাজাতে নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকারে এ বিষয়ে জাগিয়া থাক (কলসীয় ৪:২)।

ধার্মিকের [ঈসা মসীহতে ঈমান আনার ফলে ধার্মিক গণিত হয়] মোনাজাত কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত (ইয়াকুব ৫:১৬)।

আর সেই সঙ্গে আমাদের জন্যও মোনাজাত কর, যেন আলাহ্ আমাদের জন্য কালামের দ্বার খুলে দেন, যেন মসীহের সেই গোপন সত্য ... তবলিগ করতে পারি (কলসীয় ৪:৩)।